লিটনের ঝড় থামালো বৃষ্টি

বৃষ্টির শঙ্কা ছিল আগের থেকেই। অবশেষে সেই বৃষ্টি নামলো বাংলাদেশের ইনিংসের সপ্তম ওভার শেষে। আটকে গেলো খেলা। অবশেষে থামলো লিটন দাসের ব্যাটিং ঝড়। তবে এই বৃষ্টি যেন শাপে বর হয়েই এলো বাংলাদেশের জন্য। সপ্তম ওভার শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ বিনা উইকেটে ৬৬ রান। এই অবস্থায় যদি আর খেলা না হয় তাহলেই জিতে যাবে বাংলাদেশ। একই পরিমান ওভার শেষে ভারতের রান ছিল ৪৯, তাদের থেকে ১৭ রান এগিয়ে থেকেই ম্যাচ জিতবে বাংলাদেশ।

এর আগে ১৮৫ রানের বিশাল টার্গেটে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। ওভারপ্রতি রানের প্রয়োজন ছিল ৯.২৫ করে। ওপেনিংয়ে নেমে চাহিদা অনুযায়ী উড়ন্ত সূচনাই এনে দিলেন লিটন দাস আর নাজমুল হোসেন শান্ত।

লিটনের তুলনায় শান্ত যেন অনেকটা শান্তই ছিলেন। তবে লিটনকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন শান্ত। মাত্র ২১ বলে ফিফটি তুলে নেওয়া লিটনের সঙ্গে শান্ত উইকেট ধরে রেখে সমর্থন দিয়ে গেছেন লিটনকে।

ভুবনেশ্বর কুমারের করা প্রথম ওভারটি দেখেশুনে কাঁটিয়ে দিয়েছেন দুই টাইগার ওপেনার। আর্শদিপ শিংয়ের পরের ওভারেই তিন বাউন্ডারি হাকিয়ে লিটন তোলেন ১২ রান।

ভুবনেশ্বরের প্রথম ওভার থেকে এসেছিলো মাত্র ২ রান। ভারতীয় এই পেসারের করা ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই আগের ওভারের হিসেবটা যেন পুষিয়ে নিতে চাইলেন লিটন। টানা ১ ছক্কা আর ২ চারে এই ওভার থেকে লিটন তোলেন ১৬ রান। ওভারের পঞ্চম বলে অবসশ্য একবার জীবন পেয়েছেন লিটন, টাইগার ওপেনারের ব্যাটের কানা ছুয়ে যাওয়া বল ঠিকমতো গ্লাভসে জমাতে পারেননি দিনেশ কার্তিক।

চতুর্থ ওভারে বোলিংয়ে এসে মোহাম্মদ শামিকে অবশ্য একটু দেখেশুনেই খেলেছেন টাইগার ওপেনাররা। এই ওভার থেকে আসে ৫ রান।

পঞ্চম ওভারে আবারও বোলিংয়ে আসেন ভুবনেশ্বর। দ্বিতীয় বলে রান আউটের হাত থেকে বেঁচে যায় লিটন। কোহলির সরাসরি থ্রোতে স্ট্যাম্প ভেঙে গিয়েছিলো, তবে তার আগেই ক্রিজে পৌছে গেছেন যান লিটন। ওভারের পঞ্চম বলে স্কয়ার লেগ দিয়ে দুর্দান্ত এক ছক্কা মেরে এই ওভার থেকে লিটন তোলেন ৯ রান।

পাওয়ার প্লে’র শেষ ওভারে আবারও শামির হাতে বল তুলে দেয় রোহিত শর্মা। ওভারের প্রথম দুই বলেই টানা চার ছক্কায় মাত্র ২১ বলে নিজেরত ফিফটি তুলে নেনে লিটন। ওভারের চতুর্থ অলে আরও এক বাউন্ডারিতে পাওয়ার প্লে’র শেষ ওভারে বাংলাদেশ তোলে ১৬ রান।

পাওয়ার প্লে’র ছয় ওভার শেষে বিনা উইকেটে বাংলাদেশ তলে ৬০ রান। সপ্তম ওভারে আক্ষর প্যাটেল বোলিংয়ে আসলে তার ওভার থেকে ৬ রান তোলে বাংলাদেশ।

এরপরই অ্যাডিলেদের আকাশ ভেঙে ঝরতে শুরু করে বৃষ্টি। মাঠ ছেড়ে উঠে যেতে হয় দুই দলকেই। আর তাতেইও যেন লাভ বাংলাদেশের। সপ্তম ওভার শেষে পার স্কোর অনুযায়ী ভারতের চেয়ে ১৭ রান এগিয়ে বাংলাদেশ। পুনরায় মাঠে খেলা না গড়ালে ১৭ রানেই জয়ী হবে বাংলাদেশ।

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। দিবসটি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সোমবার সকালের দিকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে ক্রিড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

জেলা যুব উন্নয়নের দপ্তরের উপ-পরিচালক কে এম জাহিদ হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক,এস এম ওবায়দুল বাশার, কো-অর্ডিনেটর লক্ষন বাহাদুর, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডু,নোবেল প্রমুখ।

৭৭ রানের বিশাল ব্যবধানে পটুয়াখালী জেলাকে পরাজিত করেছে মেহেরপুর

৭৭ রানের বিশাল ব্যবধানে পটুয়াখালী জেলা দলকে পরাজিত করেছে মেহেরপুর জেলা একাদশ। বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিবি) উদ্যোগে সোমবার খুলনা স্টেডিয়াম মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিসিবি’র উদ্যোগে দেশ ব্যাপি শেখ কামাল অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে। খেলায় প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মেহেরপুর জেলা দল ৪২.৩ ওভারে ১৬৭ রান করে অল আউট হয়।

মেহেরপুর দলের পক্ষে আল-আমিন সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন। এছাড়া মেহেরপুর দলের ইউসুফের বিধ্বংসী বোলিং মুখে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে পটুয়াখালী জেলা দল। ইউসুফ একাই ৫ উইকেট নেন।

১৬৮ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে পটুয়াখালী জেলা দল ৩৩ ওভার খেলে মাত্র ৯০ রান করে আউট হয়ে যায়।

আত্মঘাতী গোলে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন স্পেন

এদিকে অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচ উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। রুদ্ধশ্বাস সেসব ম্যাচ নিয়ে যখন বিভোর ক্রিকেটপ্রেমীরা, তখন ভারতের মুম্বাইয়ে হয়ে গেল শ্বাসরুদ্ধকর এক ফুটবল লড়াই।

যে লড়াইয়ে জিতে ফিফা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। তাও কিনা আত্মঘাতী গোলের কল্যাণে।

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে রোববার ফাইনালে মুখোমুখি হয় স্পেন ও কলম্বিয়ার অনূর্ধ্ব-১৭ দলের মেয়েরা।

ম্যাচে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয় করেছে স্পেন। এতে আরও একবার ফিফা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলো স্পেন, ট্রফি রেখে দিল নিজেদের কাছেই।

গোটা ম্যাচেই ছিল গোলের জন্য হাহাকার। আক্রমণে গিয়ে বারংবার ব্যর্থ হয়েছেন দুই দলের খেলোয়াড়রা। কোনো গোলমুখ খোলা যায়নি ৮২ মিনিট পর্যন্ত।

এর পর যে গোলটি এসেছে সেটি আত্মঘাতী। কলম্বিয়ার ডিফেন্ডার অ্যানা মারিয়া গুজম্যান জাপাতা বল ক্লিয়ার করার চেষ্টায় নিজেদের জালেই বল জড়ান। আর এই গোলের হাত ধরেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ হাসি হাসে স্পেন।

শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে জিতল বাংলাদেশ

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর নানা নাটকীয়তায় ভরপুর ম্যাচে জিতেছে বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্তর অনবদ্য ব্যাটিংয়ের পর তাসকিনের দুর্দান্ত বলে ৩ রানে জিতল বাংলাদেশ।

ব্রিসবেনের গ্যাবায়ে টসে জিতে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান তোলেন টাইগাররা। জবাবে তাসকিন-মোস্তাফিজের বোলিং তোপে ৮ উইকেটে ১৪৭ রানে থেমেছে জিম্বাবুয়ে।

শেষ ওভারটি ছিল টান টান উত্তেজনার। সেখানে জয় হয়েছে বাংলাদেশের। শেষ ওভারটি মোসাদ্দেকের হাতে তুলে দিলেন সাকিব।

দ্বিতীয় বলে বাউন্ডারিতে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন ইভান্স (২ রান)। ৪

বলে দরকার ১৫ রান। স্ট্রাইকে নামলেন গারাভা। এ মুহূর্তে লেগবাই থেকে এলো বাউন্ডারি। পরের বলে বিশাল ছক্কা হাঁকান গারাভা। পরের বলে গারাভাকে স্টাম্পিং করে দিলেন সোহান। শেষ বলে দরকার ৫ রান।

সেই বলে ব্যাট ছোঁয়াতে পারেননি ব্যাটার মুজারাবানি। শেষ বলে জমে সবচেয়ে বড় নাটকীয়তা। ব্লেসিং মুজারাবানিও উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে খেলার চেষ্টায় হয়ে যান স্টাম্পড।

জয়ের উল্লাসে মাতে বাংলাদেশ। দুই দল মাঠ ছেড়েও চলে যায়। পরে রিপ্লেতে দেখা যায় স্টাম্পের আগেই বল ধরেছেন কিপার নুরুল হাসান সোহান। ‘নো’ বল! তাতে আবার দুই দলকে নামতে হয় মাঠে।

জয়ের জন্য প্রয়োজন ১ বলে ৪ রান। সেই বলেও রান নিতে পারেননি মুজারাবানি। উচ্ছ্বাস বয়ে উঠে গ্যালারির বাংলাদেশ সমর্থকদের মধ্যে।

এর আগে একের পর এক উইকেট হারিয়েও রানের চাকা সচল রাখে জিম্বাবুয়ে। যে কারণে ৩৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়েও শেষ পর্যন্ত জয়ের আশা জিইয়ে রাখে আরভিনের দল। ১৬তম ওভারে দলীয় সংগ্রহ ১০০ ছুঁয়ে ফেলে আফ্রিকার দলটি। প্রথম ৫০ আসে ৪ উইকেট হারিয়ে ৫০ বলে। দ্বিতীয় ৫০ আসে ১ উইকেট হারিয়ে ৪৩ বলে।

দলকে এ পর্যায়ে একাই নিয়ে আসেন শন উইলিয়ামস। রেগিস চাকাভার সঙ্গে ৩৪ রানের জুটি গড়েন তিনি।

তাসকিন সে জুটি ভাঙলে রায়ান বার্লকে সঙ্গে নিয়ে ৬৩ রানের জুটি গড়েন উইলিয়ামস। জয়ের জন্য শেষ তিন ওভারে প্রয়োজন পড়ে ৪০ রান। তাসকিন ও মোস্তাফিজের ৪ ওভারে কোটা শেষ হয়ে যাওয়ায় তরুণ পেসার হাসান মাহমুদের হাতে বল তুলে দেন সাকিব।

সেই ওভারে ব্যক্তিগত অর্ধশতক পূরণ করেন শন উইলিয়ামসন। ৩৭ বলে ৫ বাউন্ডারিতে ৫০ রান করেন এ মিডলঅর্ডার।

ওই ওভার থেকে ১৪ রান দিলেন হাসান। ফলে ১২ বলে প্রয়োজন পড়ে ২৬ রানের। দলকে জেতাতে বল নিজের হাতেই তুলে নেন সাকিব। ওই ওভারে বাউন্ডারি হজম করলেও দুর্দান্ত এক রানআউটে শন উইলিয়ামসকে ফেরালেন সাকিব। ৪২ বলে ৬৪ রানে ফিরলেন উইলিয়ামস।

সাকিবের ওভার থেকে আসে ৯ রান। শেষ ওভারে প্রয়োজন পড়ে ১৬ রান। স্ট্রাইকে রায়ান বার্ল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি জিম্বাবুয়ের।

এ জয়ের পর গ্রুপ বিতে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। চার ওভার হাত ঘুরিয়ে ১৯ রানে ৩ উইকেট শিকার করেছেন তাসকিন। ১৫ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন মোস্তাফিজ। কোনো উইকেট না পেলেও ৩৪ রান দেন সাকিব। ৩৪ রান দিয়ে ২ উইকেট পেয়েছেন মোসাদ্দেক।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

বাংলাদেশ: ২০ ওভারে ১৫০/৬ (শান্ত ৭১, সৌম্য ০, লিটন ১৪, সাকিব ২৩, আফিফ ২৯*, মোসাদ্দেক ৭, সোহান ১, ইয়াসির ১; এনগারাভা ৪-০-২৪-১, মুজারাবানি ২-০-১৩-২, চাটারা ৩-০-১৮-০, রাজা ৪-০-৩৫-১, ইভান্স ৩-০-৩২-০, মাধেভেরে ২-০-১৮-০, উইলিয়ামস ২-০-১০-১)

জিম্বাবুয়ে: ২০ ওভারে ১৪৭/৮ (মাধেভেরে ৪, আরভিন ৮, শুম্বা ৮, উইলিয়ামস ৬৪, রাজা ০, চাকাভা ১৫, বার্ল ২৭*, ইভান্স ২, এনগারাভা ৬, মুজারাবানি ০*; তাসকিন ৪-১-১৯-৩, হাসান ৪-০-৩৬-০, মোসাদ্দেক ৪-০-৩৪-২, মুস্তাফিজ ৪-০-১৫-২, সাকিব ৪-০-৩৪-০)

বড় পরাজয়ে বাদ পড়ার শঙ্কায় শ্রীলংকা

ব্যাট হাতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা কিউই শিবিরে। শ্রীলংকার বোলিং তোপে ১৫ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসে নিউজিল্যান্ড।

কিন্তু এরপরই বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন গ্লেন ফিলিপস। তার আগ্রাসী সেঞ্চুরিতে ভর করে ৭ উইকেটে ১৬৭ রান জমা করে কেইন উইলিয়ামসনের দল।

১৬৮ রানের তাড়াই একইরকম বিপত্তিতে পড়ে শ্রীলংকা। দলীয় সংগ্রহ ৮ রান নিতেই ৩ উইকেট হাওয়া লঙ্কানদের।

কিন্তু ফিলিপসের মতো লঙ্কানদের হয়ে কেউ দাঁড়াতে পারেনি। ভানুকা

স্যান্টনারের অপরাজিত ১১ রানে ১৬৭ তে থামে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস।

প্রথম ইনিংসে লঙ্কানদের সেরা বোলার রাজিথা। ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২৩ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ধনঞ্জয়া, থিকশানা, হাসারাঙ্গা ও লাহিরু কুমারা।

মেহেরপুরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি জয়ী

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি জয়লাভ করেছে।

শুক্রবার মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ইয়াং টাইগার ক্রিকেট একাডেমি ১২২ রানের বিশাল ব্যবধানে জোরপুকুরিয়া ক্রিকেট একাডেমীকে পরাজিত করে।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শ্রাবণ সর্বোচ্চ ৬৩ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে জোরপুকুরিয়া ক্রিকেট একাডেমী ১৩ ওভারে মাত্র ৫৯ রান করে সকলে আউট হয়ে যায়। ইয়ং টাইগার্স এর পক্ষে লিটিল ৫টি উইকেট লাভ করে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয়।

সিডনিতে দাওয়াতে অংশ নিয়ে বিতর্কে জড়ালেন সাকিব

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১০৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হার মেনে নিতে পারছে না দেশের ক্রিকেট সমর্থকরা।

অধিনায়ক সাকিব আল হাসানসহ কোচ, নির্বাচক ও দলের খেলোয়াড়দের ধুয়ে দিচ্ছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে সিডনিতে এব ‘দাওয়াত-কাণ্ড’কে ঘিরে ফের নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হলেন সাকিব।

এবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিসিবির বা টিম ম্যানেজমেন্টের অনুমতি না নিয়েই সিডনিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে সে নেমন্ত্রণে ছিলেন পেসার তাসকিন আহমেদও।

সাকিবের এই কাণ্ডে ক্ষুব্ধ বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা প্রধান জালাল ইউনুস। তিনি বললেন, ‘অনুষ্ঠানটা করতে মানা করেছিলাম আমরা। তারপরও তারা শোনেনি। সাকিবরা কেন গেল জানি না। আমরা ওদের যেতে বলিনি।’

তবে টুর্নামেন্ট চলাকালে বিষয়টি সামনে আনতে রাজি নন জালাল ইউনুস। এতে পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্কের ঝাঁঝ আর না বাড়ুক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে টাইগাররা ২৫ অক্টোবর সিডনিতে আসবে তা আগেই জানা ছিল সেখানের বাংলাদেশি প্রবাসীরা।

২৫ তারিখেই অনুষ্ঠানটি রাখে আয়োজক সংগঠন। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগে থেকেই ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে একশ টিকিট বিক্রি করা হয়। সিডনি সিটির জাফরান রেস্তোরাঁয় গত মঙ্গলবার হয়ে সেই অনুষ্ঠান। বিসিবির বারণ সত্ত্বেও সে অনুষ্ঠানে সাকিব ও তাসকিনের যোগদানকে শৃঙ্খলা অমান্য বলেই দেখছেন অনেকে।

এর আগেও ব্রিসবেনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েন সাকিবসহ দলে ক্রিকেটাররা। সে অনুষ্ঠানে যেতে অবশ্য বিসিবির অনুমতি ছিল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে সাকিবের ব্যাটে সই না করা, এক লাইনে বক্তব্য দিয়ে চলে আসার বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা চলে। সাকিব ব্রিসবেনের বাংলাদেশি প্রবাসীদের অপমান করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়।

সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই ফের একই ধরনের বিতর্কে জড়ালেন সাকিব।

কোহলিদের সমান ম্যাচ ফি পাবেন নারী ক্রিকেটাররা

নিউজিল্যান্ডের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও (বিসিসিআই) লিঙ্গ বৈষম্য দূর করল। বিরাট কোহলিদের মতো এখন থেকে সমান ম্যাচ ফি পাবেন হরমনপ্রিত কাউররা। গত জুলাই মাসে এমন সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

গত কয়েক বছর ধরে দারুণ পারফরম্যান্স করছে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল। চলতি মাসে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের ফাইনালে জিতে সপ্তমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় হরমনপ্রিত কাউরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল।

এ বছরই বার্মিংহামে কমনওয়েলথ গেমসে সিলভার পদক জিতে ভারতীয় নারী দল। সাম্প্রতিক ইংল্যান্ডের মাঠে ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে জয় লাভ করে ভারতীয় নারী দল।

নারী দলের এমন দারুণ পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়ে বিরাট কোহলিদের সমান ম্যাচ ফি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এখন থেকে কোহলিদের মতো বিসিসিআইয়ের চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়রা টেস্ট ম্যাচের জন্য ১৫ লাখ, ওয়ানডে ম্যাচের জন্য ৬ লাখ এবং টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য ৩ লাখ করে টাকা পাবেন।

এ ব্যাপারে বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহ টুইটারে লিখেছেন- আমি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে বিসিসিআই বৈষম্য মোকাবেলায় প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা আমাদের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের জন্য বেতন ইক্যুইটি নীতি বাস্তবায়ন করছি। আমরা ক্রিকেটে লিঙ্গ সমতার একটি নতুন যুগে

প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-নারী ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি একই হবে।

বৃষ্টিতে ভেসে গেল আফগানদের স্বপ্ন

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ের টার্গেট করেই সব পরিকল্পনা এঁটেছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। কিন্তু বৃষ্টিতে তাদের সেই স্বপ্ন ভেস্তে যায়। বৃষ্টির কারণে নিউজিল্যান্ড-আফগান ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়।

বুধবার অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান। বৃষ্টির কারণে

নিউজিল্যান্ড নিজেদের প্রথম ম্যাচে বিশ্বকাপের স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াকে হারায়। আজ আফগানিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় ১ পয়েন্ট পায় তারা। দুই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-১ থেকে শীর্ষে নিউজিল্যান্ড।

অন্যদিকে আফগানিস্তান নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হেরে যায়। আজ ছিল সুপার টুয়েলভে আফগানদের দ্বিতীয় ম্যাচ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পেলে সেমির পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল মোহাম্মদ নবি-রশিদ খানদের।

কিন্তু বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় ২ ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানীতে পড়ে আছে আফগানরা। তাদের সেমিফাইনালে ওঠার পথ কঠিন হয়ে গেল।